মুখবন্ধ

সময়ের ঝোড়ো হাওয়ার সাথে সাথে জীবনের দিনপঞ্জিকার দিনলিপির সাথে সাথে বদলাচ্ছে দিন. পরিবর্তন হচ্ছে চিন্তাধারার। পৃথিবীর বাতাবরণের সাথে মিশে দেশের সমস্যা-সঙ্কুল সাংকেতিক-সংকেত ধারাগুলোও কেমন যেন পল্লবিত হচ্ছে। সৌন্দর্য ও কুৎসিতের মধ্যগগনে দেশের স্বাধীনতার মধ্যলগনে কতকগুলো 'অশুভ সংকেত' আগাম সংকেত দিয়ে জট পাকানো চুলগুলোকে আর যাতে বেঁধে না রেখে খুলে ওগুলোকে একরাশ মরশুম সৌরভে ভরিয়ে দেয়। সেই উদ্দেশ্যেই নবপ্রজন্মের দিগন্তকে নবদিগন্তে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যেই সামান্য এই লেখামালা 'অশুভ সংকেত'। মরুভূমির ঝড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে নয় বা তুষারের ঝড়ে জীবনতরীকে ভাসিয়ে দিয়ে নয়, সাগরের দুর্গম স্রোতের মধ্যে দিয়েই স্রোতস্বিনী মা গঙ্গার গাঙ্গেয় সৈকতে সমাজসাগরকেও পরিণত করতে হবে উন্নততর সমাজে, যে সমাজ সৃষ্টি করবে উন্নততর মানুষের, আর সেই মানবসরণিই গড়বে নব্য চিন্তাধারার নবলব্ধ দেশ। যে দেশ গৌরবের গৌরবান্বিত মহিমায় যেন নিজেদের তুলে ধরে বিশ্বায়নের ডালিতে এক বিশ্বমানব ফুল হিসাবে আকাশের সামিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলবে, চাঁদ মুখ লুকোলেও আমরা ধরে আনবো সূর্যকে। যে সূর্য বলবে, আমি তো তোমার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

স্বাধীনতার ৫৫ বছর পর, প্রয়োজন আছে অনেক কিছু সংশোধনের, অনেক নূতন সংস্কারের। সেই অভিপ্রায় নিয়েই ছোট্ট লেখা 'অশুভ সংকেত'। সময়ের অভাবে লেখনি বার বার হোঁচট খেয়েও একটা জায়গায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। ব্যর্থতার দায় সবটাই আমার।

ছাপানোর কৃতিত্ব অবশ্যই দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রী সুধাংশু দে-র। যিনি আমার এতো অপরিণত লেখাকেও পরিণত করতে বরাবরই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

নবপ্রজন্মের নবউদ্যমকে সৃষ্টির মাঝারে দেশের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হলে 'একগুচ্ছ সংস্কার' যা দেশকে দুর্নীতিমুক্ত ও কলুষিতমুক্ত করতে সাহায্য করবে সেই প্রয়োজনের তাগিদেই এ লেখা। অশুভ সংকেত নয়, শুভ সংকেতই হোক শুভ প্রচেষ্টার শুভ ভোর।

এই বইয়ে যে কটা কার্টুন ব্যবহৃত হয়েছে তা অবশ্যই ভ্রাতৃপ্রতিম অমিতাভ সেন্টুর বদন্যতায় তাকে জানাই শুভেচ্ছা।

অমিতাভ শ্রীবাস্তব